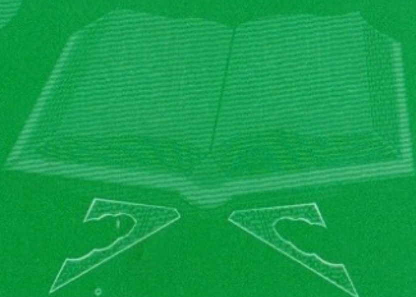

আল-কুরআনে

সংলাপ

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

আল কুরআনে সংলাপ

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

www.nagorikpathagar.org

আল কুরআনে
সংলাপ

প্রকাশনায়
কল্যাণ প্রকাশনী
পরিচালনায় : বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৪৩৫, ওয়্যারলেস্ রেল গেইট, বড় মগবাজার,
ঢাকা-১২১৭ ফোন ঃ ৮৩৫৮১৭৭

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ২০০৭

মূল্য ঃ ১৫.০০ (পনের) টাকা মাত্র

কম্পোজ ও মুদ্রণে
আল-ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

AL-QURAN-E-SONGLAP by Prof. Mujibur Rahman Published by Kalyan Prokasony, 435 Bara Maghbazar, Dhaka-1217, Phone : 8358177 **Price Tk. 15.00 Only**

www.nagorikpathagar.org

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৪
চামড়াকে বলবে, কেন বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ	৬
ওদের ডবল শাস্তি দাও	৬
তোমরা কি রবের ওয়াদা সত্য পেয়েছ?	৮
চিল্লাচিল্লি করে কোন লাভ হবে না	৮
শয়তান বলবে নিজেদেরকেই তিরস্কৃত করো	৯
শরীকরা তাদের সম্পর্কের কথা অস্বীকার করবে	১০
নেতার কথা শুনে গোমরাহ হয়েছি– ওদের ধরো	১১
জাহান্নামের কর্তারা বলবে তোমরাই দোয়া করো	১১
জালিমদের সাথী করো না	১২
নেতাদেরকে পা দিয়ে নিষ্পেষিত করতে চাইবে	১২
আমরা গোমরাহ ছিলাম তোমাদেরকে গোমরাহ করেছি	১৩
অধিকাংশ সচ্ছল লোকেরাই হেদায়েত মানে নাই	১৪
নিজেদের জালে নিজেরাই জড়িয়ে পড়বে	১৫
তোমাদের রিযিক থেকে আমাদেরকে কিছু দাও	১৬
নিজে গোমরাহ হয়ে অপরকে গোমরাহ মনে করতো	১৬
বাপদাদার বন্দেগী ছাড়তে চায় নি	১৭
মোড়ল মাতব্বর লোকেরাই বাধা দিয়ে থাকে	১৭
একটা প্রচণ্ড শব্দেই চিতপটাং	১৮
দুর্বল লোকেরাই নবীর দাওয়াত কবুল করেছিল	১৯
নবীকে পাগল বলত, অথচ তারা নিজেরাই পাগল	২০
কবর হতে বের হতে হবে এটা বিশ্বাস করে নি	২০
দা'য়ীকে অস্বীকার করে ধ্বংস হয়ে গেল	২১
গোমরাহ নেতাকে অনুসরণ করলে ধ্বংস হয়ে যেতাম	২২
যদি মানতাম তাহলে জাহান্নামী হতাম না	২৩
উপসংহার	২৩

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকা

নাহমাদুহু অনুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারিম।

মানুষের কল্যাণের জন্য প্রেরিত আল্লাহর কিতাব। কুরআন মাজিদের বিভিন্ন সূরায় পাপী লোকদের কথাবার্তা বলা হয়েছে। সে সব কথাগুলো কখনো দুই দলের মধ্যে, কখনো নবী রাসূলদের সাথে, কখনো ফেরেশতাদের সাথে এবং কখনো ঈমানদার লোকদের সাথে হয়েছে। এগুলো থেকে কিছু কথোপকথন (Dialogue) আল-কুরআনে সংলাপ নামক পুস্তিকাটিতে বিধৃত করা হয়েছে। একটা উদাহরণ সূরা আ'রাফের ৩৭-৩৯ আয়াত থেকে এখানে পেশ করা হলো–

"যখন রুহ্ কবজ করার জন্য এসে ফেরেশতাগণ তাদের জিজ্ঞেস করবে– এখন কোথায় তোমাদের সে সব মা'বুদ আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাকছিলে? তারা বলবে আমাদের নিকট হতে সব লুকিয়ে গেছে। আর তারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে। আমরা বাস্তবিকই সত্য অমান্যকারী ছিলাম।

আল্লাহ বলবেন, যাও তোমরাও সেই জাহান্নামে চলে যাও যেখানে তোমাদের পূর্ববর্তী জ্বিন ও মানুষের দল গেছে। প্রত্যেক জনসমষ্টি যখন জাহান্নামে দাখিল হবে তখন নিজেদের পূর্বগামী লোকদের অভিশাপ দিতে দিতে প্রবেশ করবে। এভাবে সব লোকেরই যখন প্রবেশ করা শেষ হয়ে যাবে তখন প্রত্যেক পরবর্তী দল পূর্ববর্তী দল সম্পর্কে বলবে, হে আমাদের রব এ লোকেরাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। কাজেই এদেরকে দ্বিগুণ আযাব দাও। উত্তরে বলে দেয়া হবে প্রত্যেকের জন্যই দ্বিগুণ আযাব রয়েছে, কিন্তু তোমরা জান না।

আর প্রথম দল অপর দলকে লক্ষ্য করে বলবে (আমরা যদি দোষী হয়ে থাকি) তবে তোমরা আমাদের অপেক্ষা কোন দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলে? এখন নিজেদেরই উপার্জনের বিনিময়ে আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর।

নিশ্চিত জেন যারা আমাদের আয়াতসমূহ মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করেছে এবং তার মুকাবিলায় বিদ্রোহের নীতি গ্রহণ করেছে, তাদের জন্য আকাশজগতের দরজা কখনো খোলা হবে না। তাদের জান্নাতে প্রবেশ ততখানি অসম্ভব যতখানি অসম্ভব সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করা।

অপরাধী লোকেরা আমার নিকট এরূপ প্রতিফলই পেয়ে থাকে। তাদের জন্য জাহান্নামের বিছানা ও জাহান্নামের চাদর নির্দিষ্ট হয়ে আছে। এটা সেই প্রতিফল যা আমরা যালেম লোকদের জন্য দিয়ে থাকি।"

www.nagorikpathagar.org

আয়াতটিতে ৪ ধরনের কথোপকথন লক্ষ্য করা যায় :

১. ফেরেশতার সাথে কথোপকথন

২. আল্লাহর সাথে কথোপকথন

৩. পূর্বগামী লোকদের ব্যাপারে কথোপকথন

৪. প্রথম দলের সাথে অপর দলের কথোপকথন।

এভাবে অন্যান্য আয়াতসমূহে এ রকম বক্তব্য লক্ষ্য করা যায়। এ কথাগুলোকে এক জায়গায় আনার চেষ্টা করা হয়েছে।

উপরের কয়টি আয়াত সামনে রেখে একথা বলা যায় যে, যারা অপরাধ করে তারা নিজেদের অপরাধ সম্পর্কে দুনিয়ায় সচেতন থাকে না। আখেরাতে গিয়ে তাদেরকে এগুলো বলা হলে তার প্রতিবাদ ও জবাব দেয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু সেদিন সেখানে তারা পরাজিত হবে।

১. তাদের মুখ বন্ধ হবে, হাত কথা বলবে, পা সাক্ষী দিবে যা তারা করেছিল।

২. তাদের কান, চোখ ও চামড়া সাক্ষী দিবে।

৩. চামড়া সাক্ষী দিলে মানুষ বলবে, কেন আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিচ্ছ, চামড়াও তখন জবাব দিবে– আমি ঐ আল্লাহর সাহায্যে কথা বলছি যিনি সকল কিছুকে কথা বলার ক্ষমতা দিয়েছেন?

এছাড়া আসমান জীমনে যা কিছু আছে তার সকল কিছু আল্লাহর সেনাবাহিনী হিসেবে কাজ করবে। তখন অপরাধীদের করার কিছুই থাকবে না। সকল অপমান ও লাঞ্ছনা স্বীকার করে জাহান্নামের দাউ দাউ করা জ্বলন্ত আগুনে পুড়তে থাকবে।

এসব কথাই 'আল কোরআনে সংলাপ' নামক পুস্তিকায় স্থান পেয়েছে। সংলাপ জাতীয় বহু কথাই কুরআন মাজিদে আছে, তার মধ্য থেকে অল্প কিছু আয়াত নমুনা হিসেবে তুলে ধরা হলো।

পুস্তিকাটিতে কোন ভুল ধরা পড়লে অথবা কোন পরামর্শ থাকলে তা পাওয়ার আশা করছি যাতে পরবর্তীতে সংশোধন করা যায়। আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে তার রহমত যোগ করে জান্নাতের অধিবাসী হবার তৌফিক দিন। আমীন।

২০.০৯.০৭ ইং

অধ্যাপক মজিবুর রহমান

www.nagorikpathagar.org

بسم الله الرحمن الرحيم

চামড়াকে বলবে, কেন বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ

সূরা হা-মীম-আস সাজদা ২০-২১ আয়াতে বলা হয়েছে :

وَحَتّٰى اِذَا مَا جَاءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ
وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ - وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ
لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ط قَالُوْا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِىْ
اَنْطَقَ كُلَّ شَىْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَيْهِ
تُرْجَعُوْنَ - (حم السجدة : ٢٠-٢١)

“তারা যখন তার কাছে পৌছবে তখন তাদের কান, চোখ ও চামড়া তাদের কাজের সাক্ষ্য দিবে। তারা তাদের চামড়াগুলোকে বলবে তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন? তারা বলবে আল্লাহ তা'য়ালা যিনি সব কিছুকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন তিনিই আমাদের কথা বলার শক্তি দিয়েছেন, তিনিই তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন, তার কাছেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।” আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা শুধু চামড়া নয় হাত, পা, মুখ, চোখ ও কানসহ সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন। সূরা ইয়াসীন ৬৫ আয়াতে বলা হয়েছে “আজ আমি তাদের মুখের উপর ছিপি এঁটে দিব। তাদের হাতগুলো আমার সাথে কথা বলবে, তাদের পা'গুলো সাক্ষ্য দেবে যে এরা কি কাজ করে এসেছে।” আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার হুকুমে সব কিছুই সম্ভব। তিনি কোন কিছু করতে চাইলে বলেন “কুন ফাইয়াকুন”–হও আর তা হয়ে যায়, Be and it is.

ওদের ডবল শাস্তি দাও

সূরা আ'রাফ ৩৭-৩৯ আয়াতে বলা হয়েছে :

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ
بِاٰيٰتِهِ ط اُولٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ حَتّٰى

www.nagorikpathagar.org

اِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوْا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ
تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا وَشَهِدُوْا عَلٰى
اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كَافِرِيْنَ - قَالَ ادْخُلُوْا فِىْ اُمَمٍ قَدْ
خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالاِنْسِ فِى النَّارِ ط كُلَّمَا
دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ط حَتّٰى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا
جَمِيْعًا قَالَتْ اُخْرٰهُمْ لاُوْلٰهُمْ رَبَّنَا هٰؤُلاَءِ اَضَلُّوْنَا
فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ط قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ
وَّلٰكِنْ لاَّ تَعْلَمُوْنَ - وَقَالَتْ اُوْلٰهُمْ لاُخْرٰهُمْ فَمَا كَانَ
لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوْا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ
تَكْسِبُوْنَ - (الاعراف : ٣٧-٣٩)

"তার চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে, যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রটনা অথবা তার আয়াতকে মিথ্যা জানে, নির্ধারিত অংশ এদের নিকট তকদীরের লিখন অনুযায়ী পৌঁছে যাবে। শেষ পর্যন্ত সেই সময় এসে পৌঁছবে যখন আমার ফেরেশতাগণ তাদের রুহ্ কবজ করার জন্য এসে যাবে। সে সময় তারা তাদের জিজ্ঞেস করবে এখন তোমাদের সেই সমস্ত মা'বুদরা কোথায় যাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা ডাকছিলে? তারা বলবে আমাদের নিকট হতে তারা সব লুকিয়ে গেছে। আর তারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে বলবে বাস্তবিকই আমরা সত্য অমান্যকারী ছিলাম।

আল্লাহ্ বলবেন তোমরা সেই জাহান্নামে চলে যাও, যেখানে তোমাদের পূর্ববর্তী জ্বিন ও মানুষের দল চলে গেছে। প্রত্যেক লোকসমষ্টি যখন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে তখন তারা তাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর লানত করতে করতে প্রবেশ করবে। এরূপ সব লোকই যখন সেখানে একত্রিত হবে তখন প্রত্যেক পরবর্তী দল তার পূর্ববর্তী দল সম্পর্কে বলবে হে আমাদের রব, এ লোকেরাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, কাজেই এদেরকে দ্বিগুণ

www.nagorikpathagar.org

আযাব দাও। তখন বলা হবে প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ আযাব রয়েছে, কিন্তু তোমরা জান না। আর প্রথম দল অপর দলকে লক্ষ্য করে বলবে যে, (আমরা যদি দোষী হয়ে থাকি) তবে তোমরা আমাদের অপেক্ষা কোন দিক দিয়ে ভাল ছিলে? এখন নিজেদের কর্মের জন্য আযাবের মজা ভোগ কর।"

তোমরা কি রবের ওয়াদা সত্য পেয়েছ?

সূরা আ'রাফ ৪৪ আয়াতে বলা হয়েছে :

وَنَادٰى اَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ج قَالُوْا نَعَمْ ج فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ - (الاعراف : ٤٤)

"জান্নাতবাসীরা জাহান্নামবাসীদেরকে ডেকে বলবে আমাদের রব আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার সবই আমরা বাস্তবে পেয়েছি, তোমরা কি তোমাদের রবের ওয়াদা সত্য পেয়েছ? তারা বলবে হ্যাঁ, অতঃপর ঘোষক ঘোষণা দিবে যে জালিমদের উপর আল্লাহর লানত।"

চিল্লাচিল্লি করে কোন লাভ হবে না

সূরা ইবরাহীম ২১ আয়াতে বলা হয়েছে :

وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ط قَالُوْا لَوْ هَدٰنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ط سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَجَزِعْنَا اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ - (ابراهيم : ٢١)

"আর এ লোকেরা যখন একত্রিত হয়ে আল্লাহর সামনে ধরা পড়ে যাবে, তখন এদের মধ্যে যারা পৃথিবীতে দুর্বল ছিল তারা বড় নেতাদের বলবে দুনিয়ায় আমরা তোমাদের অধীন ছিলাম এখন তোমরা আল্লাহর আযাব হতে আমাদেরকে বাঁচানোর জন্য কোন চেষ্টা তদবির করতে পার?

www.nagorikpathagar.org

তারা জবাবে বলবে আল্লাহ যদি আমাদেরকে কোন মুক্তির পথ দেখাতেন তাহলে অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে তা দেখাতাম। এখন আহাজারী বিলাপ যা-ই করি অথবা ধৈর্য ধারণ করি, উভয়ই আমাদের জন্য সমান। আমাদের মুক্তি লাভের কোন উপায়ই নেই।"

সূরা ক্বাফ : ২৮ আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা সেদিন বলবেন :

এখন তোমরা আমাদের সামনে বাক-বিতণ্ডা করো না, আমি তো আগেই তোমাদের সতর্ক করে দিয়েছিলাম।

শয়তান বলবে নিজেদেরকে তিরস্কৃত করো

সূরা ইবরাহীম ২২ আয়াতে বলা হয়েছে :

وَمَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ اِلاَّ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِىْ ج فَلاَ تَلُوْمُوْنِىْ وَلُوْمُوْاْ اَنْفُسَكُمْ ج مَا اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِمُصْرِخِىَّ ط اِنِّىْ كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ط اِنَّ الظَّالِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ - (ابراهيم : ٢٢)

"তোমাদের উপর তো আমার কোন জোর ছিল না। আমি এ ছাড়া তো আর কিছুই করিনি, শুধু যা করেছি যে, তোমাদেরকে আমার পথে চলার জন্য আহ্বান করেছি আর তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছ। এখন আমাকে দোষ দিও না, তিরস্কার করো না, নিজেরাই নিজেদেরকে তিরস্কৃত কর। এখানে না আমি তোমাদের ফরিয়াদ শুনতে পারি, না তোমরা আমার ফরিয়াদ শুনতে পার। ইতোপূর্বে তোমরা যে আমাকে খোদায়ীর ব্যাপারে শরীক বানিয়েছিলে, তার দায়িত্ব থেকে আমি মুক্ত। এরূপ যালেমদের জন্য তো কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি নিশ্চিত।"

www.nagorikpathagar.org

শরীকরা তাদের সম্পর্কের কথা অস্বীকার করবে

সূরা ক্বাসাস ৬২-৬৭ আয়াতে বলা হয়েছে :

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَاءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ - قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا ج اَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا مَا كَانَ يَعْبُدُوْنَ - وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاَوُا الْعَذَابَ ج لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ - وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَاذَا اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ - فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُوْنَ - فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ - (القصص : ٦٢-٦٧)

"সেদিন তিনি এ লোকদেরকে ডাকবেন ও জিজ্ঞেস করবেন, কোথায় আমার সেই সব শরীক যাদেরকে শরীক বলে তোমরা ধারণা করছিলে?

কথাটি যাদের জন্য প্রযোজ্য হবে তারা বলবে "হে আমাদের রব নিঃসন্দেহে আমরা এ লোকদের গোমরাহ করেছিলাম। তাদের সেভাবেই গোমরাহ করেছিলাম যেভাবে আমরা গোমরাহ হয়েছিলাম। আমরা আপনার সামনে আমাদের নিঃসম্পর্কতা প্রকাশ করছি। ইহারা তো আমাদের বন্দেগী করতো না।

পরে তাদেরকে বলা হবে ডাকো, তোমাদের বানানো শরীকদেরকে। এরা তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা কোন জবাব দিবে না। আর এরা আযাব দেখে নিবে। হায়! এরা যদি হেদায়েত গ্রহণকারী হত।

সেদিন তাদেরকে যখন তিনি ডাকবেন ও জিজ্ঞেস করবেন যে রাসূল পাঠানো হয়েছিল, তাদেরকে তোমরা কি জবাব দিয়েছিলে। তখন তারা এর কোন জবাব খুঁজে পাবে না এবং একজন অপরজনকে জিজ্ঞেস করতে পারবে না।

অবশ্য (আজ এ দুনিয়ার জীবনে) যে তওবা করবে, ঈমান আনবে, নেক আমল করবে সে আশা করতে পারে যে সেদিনকার আখেরাতের অনন্ত জীবনে কল্যাণ লাভকারীদের মধ্যে সে সামিল হবে।"

নেতার কথা শুনে গোমরাহ হয়েছি– ওদের ধরো

সূরা আহযাব ৬৬-৬৮ আয়াতের বলা হয়েছে :

وَيَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يَالَيْتَنَا اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلاَ ـ وَقَالُوْا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلاَ ـ رَبَّنَا اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا ـ (الاحزاب : ٦٦-٦٨)

"যেদিন তাদের মুখমণ্ডল আগুনের উপর উল্টানো-পাল্টানো হবে, তখন তারা বলবে হায়! আমরা যদি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতাম।

আরও বলবে হে আমাদের রব, আমরা আমাদের সরদার ও নেতৃবৃন্দের আনুগত্য করেছি, আর তারা আমাদেরকে হেদায়েতের পথ হতে গোমরাহ করে রেখেছে। হে আমাদের রব, ওদেরকে ডবল আযাব দাও এবং তাদের উপর শক্ত অভিশাপ বর্ষণ কর।"

জাহান্নামের কর্তারা বলবে তোমরাই দোয়া করো

সূরা মু'মিন ৪৭-৫০ আয়াতে বলেন :

وَاِذْ يَتَحَاجُّوْنَ فِى النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ـ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَا اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ـ وَقَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ

www.nagorikpathagar.org

الْعَذَابِ ـ قَالُوْا اَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا بَلٰى قَالُوْا فَادْعُوْا وَمَا دُعٰؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلاَّ فِىْ ضَلٰلٍ ـ (المؤمن :٤٧-٥٠)

"তারপর একটু চিন্তা কর সে সময়ের কথা যখন তারা জাহান্নামের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া করতে থাকবে। দুনিয়ায় যারা দুর্বল ছিল তারা যারা বড় ছিল তাদেরকে বলবে আমরা তো তোমাদের অধীন ছিলাম। তোমরা কি এখন আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে কিছু পরিমাণ রক্ষা করতে পারবে?

সেই বড় বনে থাকা লোকেরা জবাব দিবে আমরা এখানে সকলেই একই রকম অবস্থার সম্মুখীন। আর আল্লাহ তার বান্দাহদের মাঝে ফায়সালা করে দিয়েছেন। পরে এ জাহান্নামে পড়ে থাকা লোক জাহান্নামের অফিসারদেরকে বলবে তোমাদের রবের কাছে দোয়া কর, যেন তিনি আমাদের এ কঠিন আযাব মাত্র একটি দিন হ্রাস করে দেন।

তারা জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের নিকট তোমাদের নবী-রাসূলগণ কি অকাট্য দলীল প্রমাণ নিয়ে আসেননি? তারা বলবে হ্যাঁ, জাহান্নামের কর্মকর্তারা বলবে, তাহলে তোমরাই দোয়া কর আর কাফেরদের দোয়া তো ব্যর্থ হওয়াই স্বাভাবিক।

জালিমদের সাথী করো না

সূরা আ'রাফ ৪৭ আয়াতে বলা হয়েছে :

وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ اَصْحٰبِ النَّارِ قَالُوْا رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ (الاعراف : ٤٧)

"জাহান্নামবাসীদের প্রতি তাদের (আ'রাফবাসীদের) দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলে তারা বলবে হে আমাদের রব, আমাদেরকে এ জালিমদের সাথী করো না।"

নেতাদেরকে পা দিয়ে নিষ্পেষিত করতে চাইবে

সূরা-হা-মীম-আস সিজদা ২৯ আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَا اَرِنَا الَّذَيْنَ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الاَسْفَلِيْنَ ـ (حم السجدة : ٢٩)

www.nagorikpathagar.org

"সেখানে কাফেররা বলবে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে সেই সমস্ত জ্বিন ও মানুষগুলোকে, যারা আমাদের গোমরাহ করেছিল, তাদেরকে দেখিয়ে দিন। আমরা তাদেরকে পায়ের তলায় রেখে নিষ্পেষিত করবো, যেন তারা ভালমতো অপমাণিত ও লাঞ্ছিত হয়।"

আমরাই গোমরাহ ছিলাম তোমাদেরকে গোমরাহ করেছি

সূরা ছফফাত ২২-৩৩ আয়াতে বলা হয়েছে :

اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ - مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ - وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ - مَالَكُمْ لاَ تَنَاصَرُوْنَ - بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ - وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَاءَلُوْنَ - قَالُوْا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ - قَالُوْا بَلْ لَّمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ - وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ - فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا اِنَّا لَذَائِقُوْنَ - فَاَغْوَيْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ - فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ - (الصفات : ٢٢-٣٣)

"সব জালেম তাদের সব সংগী সাথী আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যে সব মা'বুদের বন্দেগী করতো তাদের সকলকে ঘেরাও করে নিয়ে আস। তারপর তাদেরকে জাহান্নামের পথ দেখাও।

এই লোকদেরকে একটু থামাও। এদের নিকট কিছু জিজ্ঞেস করার আছে। তোমাদের কি হয়ে গেল, এখন তোমরা পরস্পরের সাহায্যে এগোচ্ছ না কেন? কি ব্যাপার! আজ তারা নিজেরা নিজেদেরকে আত্মসমর্পিত করে দিচ্ছে। এরপর তারা পরস্পরের দিকে ঘুরে দাঁড়াবে এবং পরস্পরকে জিজ্ঞেস করতে শুরু করবে। (কর্মীরা নেতাদেরকে বলবে) তোমরা তো আমাদের নিকট সোজামুখে আসছিলে!

www.nagorikpathagar.org

তারা জবাবে বলবে, না আসলে তোমরাই ঈমান আনতে প্রস্তুত ছিলে না। তোমাদের উপর আমাদের তো কোন কর্তৃত্ব ছিল না। তোমরা নিজেরাই ছিলে বিদ্রোহী।

শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের খোদার এই ফরমানের যোগ্য হয়ে গেলাম যে, আমরা আযাবের স্বাদ গ্রহণ করতে বাধ্য হব। আসলে আমরা তোমাদেরকে গোমরাহ করেছি, আর আমরা নিজেরাই ছিলাম পথভ্রষ্ট। এভাবে তারা সকলে সেদিন আযাবে সমান শরীক হবে।"

(আয়াতের শব্দ "ঈয়ামীন" তিনটি অর্থেই গ্রহণ করা যায় :

- ◆ জোর জবরদস্তী করে পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়েছিলে।
- ◆ শুভাকাঙ্ক্ষীর বেশ ধরে প্রতারিত করেছিলে।
- ◆ শপথ করে নিশ্চিন্ততা দান করেছিলে, যে তোমাদেরটা সত্য।

অধিকাংশ সচ্ছল লোকেরাই হেদায়েত মানে নাই

সূরা সাবা ৩৪-৩৬ আয়াতে বলা হয়েছে :

وَمَا اَرْسَلْنَا فِیْ قَرْیَةٍ مِّنْ نَذِیْرٍ اِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوْهَا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ - وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالاً وَّاَوْلاَدًا وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِیْنَ - قُلْ اِنَّ رَبِّیْ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَّشَاءُ وَیَقْدِرُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُوْنَ - (سبا : ٣٤-٣٦)

"এমন কখনো হয়নি যে, কোন জনবসতিতে আমরা একজন সতর্ককারী পাঠিয়েছি আর সেই বসতির সচ্ছলমুখী লোকেরা বলে নি, যে পয়গাম তোমরা নিয়ে এসেছ আমরা তা মানছি না।

তারা চিরকালই বলে এসেছে, আমরা তোমাদের অপেক্ষা অধিক ধন-সম্পদ ও সন্তানের অধিকারী আর আমরা কিছুতেই শাস্তি পাবার যোগ্য নই।

হে নবী, এ লোকদেরকে বল আমার রব যাকে চান বিপুল রিযিক দান করেন, যাকে চান পরিমিত রিযিক দান করেন, কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানেনা।"

www.nagorikpathagar.org

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে তুলে ধরা হয়েছে। সাধারণত ধনী লোকেরা গরীব লোকদেরকে হীন মনে করে এবং তাদের কোন পাত্তা দেয় না। এমন দৃশ্য সেদিন দেখা যাবে যে যাদেরকে তারা পাত্তা দিচ্ছে না এমন গরীব, অসহায় ও শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ জান্নাতে স্থান পেয়ে মহাসুখে অবস্থান করছে আর দুনিয়ার ধনিক শ্রেণীর সচ্ছল লোকেরা জাহান্নামের দাউ দাউ করা আগুনে জ্বলে পুড়ে মরছে। তাই সাবধান হয়েই এখানে জীবন যাপন করতে হবে।

নিজেদের জালে নিজেরাই জড়িয়ে পড়বে

সূরা আনআম ১২৩, ১২৪ আয়াতে বলা হয়েছে :

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكٰبِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا ط وَمَا يَمْكُرُوْنَ اِلاَّ بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ـ وَاِذَا جَاءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَا اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ ط اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ط سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ ـ (الانعام : ١٢٣-١٢٤)

"এমনিভাবে আমরা প্রতিটি জনপদে তার বড় বড় অপরাধী লোকদেরকে নিযুক্ত করেছি, যেন তারা তথায় নিজেদের ধোঁকা প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে। মূলত তারা নিজেদের প্রতারণার জালে নিজেরাই জড়িয়ে পড়ে, কিন্তু এর চেতনা তাদের নেই।

তাদের সম্মুখে যখন কোন নিদর্শন উপস্থিত হয় তখন তারা বলে আমরা মানব না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রাসূলগণকে যে জিনিস দেয়া হয়েছে তা স্বয়ং আমাদেরকে দেয়া না হবে। আল্লাহ তার নবুওয়াত ও রেসালাতের দায়িত্ব কার দ্বারা পালন করাবেন, কিভাবে করাবেন তা তিনিই সবচেয়ে ভাল জানেন। সেদিন খুব দূরে নয় তখন এই অপরাধীরা নিজেদের প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের শাস্তি স্বরূপ আল্লাহর নিকট লাঞ্ছনা ও কঠিন আযাবের সম্মুখীন হবে।"

www.nagorikpathagar.org

তোমাদের রিযিক থেকে আমাদেরকে কিছু দাও

সূরা আ'রাফ ৫০ আয়াতে বলা হয়েছে :

وَنَادٰى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ط قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ - (الاعراف : ٥٠)

"জাহান্নামীরা জান্নাতের অধিবাসীদের বলবে, আমাদের উপর কিছু পানি ঢাল, বা আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে আমাদের কিছু দাও, তারা বলবে, আল্লাহ ঐ দু'টোই কাফেরদের জন্য হারাম করেছেন।"

নিজে গোমরাহ হয়ে অপরকে গোমরাহ মনে করতো

সূরা আ'রাফ ৬০ আয়াতে বলা হয়েছে :

قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖ اِنَّا لَنَرٰكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ - (الاعراف : ٦٠)

"তার সময়কার লোকদের সরদারগণ জবাবে বলল, আমরা তো দেখতে পাই যে তুমি (নূহ আ.) সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত রয়েছ।"

সূরা আ'রাফ ৬৬ ও ৬৭ আয়াতে বলা হয়েছে :

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ اِنَّا لَنَرٰكَ فِىْ سَفَاهَةٍ وَّاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ - قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِىْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ - (الاعراف : ٦٦-٦٧)

"তার জাতির সরদার ও মাতব্বরগণ, যারা তার দাওয়াত মানতে অস্বীকার করছিল, জবাবে বলল আমরা তোমাকে তো নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত মনে করি। আমাদের ধারণা যে তুমি মিথ্যাবাদী।

www.nagorikpathagar.org

নূহ (আ.) জবাবে বললেন "হে আমার জাতির লোকেরা আমি নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত নই, বরং আমি সারা জাহানের রব আল্লাহ তা'য়ালার রাসূল।"

বাপদাদার বন্দেগী ছাড়তে চায়নি

সূরা আ'রাফ ৭০ আয়াতে বলা হয়েছে :

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ - (الاعراف : ٧٠)

"তারা জবাব দিল তুমি আমাদের নিকট কি এ জন্যই এসেছ যে আমরা কেবল খোদারই দাসত্ব করব, আর আমাদের বাপ দাদাদের বন্দেগী, যা করে আসছি, তা ছেড়ে দিব? আচ্ছা তাহলে নিয়ে এসো সেই আযাব যার ভয় তুমি আমাদের দেখাচ্ছ, যদি তুমি সত্যবাদী হও।"

সূরা যুখরুফ ২৩ আয়াতে বলা হয়েছে :

وَكَذٰلِكَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَاۤءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ - (الزخرف : ٢٣)

"এমনিভাবে তোমাদের পূর্বে যে জনপদেই আমরা কোন ভয়প্রদর্শক পাঠিয়েছি, সেখানকার সচ্ছল অবস্থার লোকেরা এ কথাই বলেছে যে, আমরা আমাদের বাপদাদাকে একটি পন্থার অনুসারী পেয়েছি আর আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে চলেছি।"

মোড়ল ও মাতব্বর লোকেরাই বাধা দিয়ে থাকে

সূরা আ'রাফ ৭৫ ও ৭৬ আয়াতে বলা হয়েছে :

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ط قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ -

www.nagorikpathagar.org

قَـالَ الَّذِيْنَ اسْـتَكْبَـرُوْا اِنَّـا بِالَّـذِىْ اٰمَنْـتُـمْ بِـهٖ كٰفِـرِيْـنَ ـ (الاعراف : ٧٥-٧٦)

"তার জাতির সরদার মাতব্বর লোকেরা যারা শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব করছিল, তারা তাদের ঈমানদার দুর্বল শ্রেণীর লোকদের বলল, তোমরা কি সত্যি করে জানো যে সালেহ (আ.) তার রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল? তারা জবাবে বলল, নিশ্চয়ই সে পয়গামসহ প্রেরিত হয়েছে আমরা তা মানি ও বিশ্বাস করি।

শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার লোকেরা বলল, তোমরা যা মেনে নিয়েছ, আমরা তা অস্বীকার করি, অমান্য করি।"

উল্লেখ্য যে, সালেহ (আ.) কে অস্বীকার করার কারণে তার জাতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

সূরা আ'রাফ ৮৮ আয়াতে বলা হয়েছে :

قَـالَ الْمَـلَاُ الَّذِيْنَ اسْـتَكْبَـرُوْا مِـنْ قَـوْمِـهٖ لَنُخْـرِجَنَّكَ يٰـشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَـرْيَتِنَـا اَوْ لَتَـعُوْدُنَّ فِىْ مِلَّتِنَا قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ ـ (الاعراف : ٨٨)

সেই মাতব্বরগণ যারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে নিমগ্ন ছিল তারা তাকে বলল হে শুয়াইব, আমরা তোমাকে ও তোমার প্রতি ঈমানদার লোকরদেরকে এই জনপদ থেকে বহিষ্কার করে দিব। অন্যথায় তোমাদেরকে আমাদের মিল্লাতে ফিরে আসতে হবে। শুয়াইব (আ.) বলল, আমাদেরকে কি জোর করে ফিরিয়ে আনা হবে, আমরা যদি রাজী নাও হই তবুও?"

একটা প্রচণ্ড শব্দেই চিতপটাং

সূরা আ'রাফ ৯০ ও ৯১ আয়াতে বলা হয়েছে :

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَئِنْ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرِيْنَ ـ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ـ (الاعراف : ٩٠-٩١)

www.nagorikpathagar.org

"তার জাতির সরদারগণ যারা তার কথা মানতে অস্বীকার করেছিল পরস্পরে বলাবলি করল তোমরা যদি শুয়াইবের অনুসরণ কর তাহলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু হল এই যে, একটা প্রচণ্ড বিপদ এসে তাদেরকে আঘাত করল এবং তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।"

দুর্বল লোকেরাই নবীর দাওয়াত কবুল করেছিল

সূরা হুদ ২৭ আয়াতে বলা হয়েছে :

فَقَالَ الْمَلأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ اِلاَّ بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ اِلاَّ الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِىَ الرَّأْىِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِيْنَ - (هود : ٢٧)

"জবাবে তার জাতির সরদাররা, যারা তার কথা মানতে অস্বীকার করেছিল– বলল, আমাদের দৃষ্টিতে তুমি আমাদের মত মানুষ ছাড়া আর তো কিছু নও। আমরা আরো দেখছি আমাদের লোকদের মধ্যে যারা হীন নীচ তারাই না ভেবে, না বুঝে, তোমার পথ অবলম্বন করেছে। আর আমরা এমন কোন জিনিস দেখতে পাই না যাতে তোমরা আমাদের অপেক্ষা কিছুমাত্র অগ্রসর। বরং আমরা তো তোমাদের মিথ্যুকই মনে করি।"

সূরা বনী ইসরাইল ১৬ আয়াতে বলা হয়েছে :

وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيْرًا - (بنى اسرائيل : ١٦)

"আমরা যখন কোন জনপদকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত করি, তখন তার সচ্ছল অবস্থার লোকদেরকে হুকুম দিই, আর তারা সেখানে সর্বপ্রকারের নাফরমানী করতে শুরু করে তখন আযাবের ফায়সালা এই জনপদের ভাগ্যলিপি হয়ে দাঁড়ায়। আর আমরা উহাকে বরবাদ করে রাখি।"

উল্লেখ্য যে, ইতিহাস থেকে এ কথারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

www.nagorikpathagar.org

নবীকে পাগল বলত, অথচ তারা নিজেরাই পাগল

সূরা মু'মিনুন ২৪-২৫ আয়াতে বলা হয়েছে :

فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ مَا هٰذَا اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ لاَنْزَلَ مَلٰئِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَ افِىْ اٰبَائِنَا الاَوَّلِيْنَ - اِنْ هُوَ اِلاَّ رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْا بِهِ حَتّٰى حِيْنٍ - (المؤمنون : ٢٤-٢٥)

তার জাতির যে সরদাররা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারা বলল : "এ ব্যক্তি কিছুই নয় শুধু তোমাদের মত মানুষমাত্র। এর উদ্দেশ্য এই যে সে তোমাদের উপর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে।" আল্লাহই যদি পাঠিয়ে থাকেন তবে ফেরেশতা পাঠাতেন। এ ধরনের কথাতো আমাদের বাপদাদাদের সময় হতে কখনো শুনি নি। (যে মানুষ রসূল হয়েছে)। কিছু নয়, লোকটাকে কিছুটা পাগলামীতে পেয়েছে। কিছুকাল আরো দেখে নাও। (হয়ত ভাল হয়ে যেতে পারে)।

কবর হতে বের হতে হবে এটা বিশ্বাস করে নি

মু'মিনুন ৩৩-৪০ আয়াতে বলা হয়েছে :

وَقَالَ الْمَلاُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِلِقَاءِ الاٰخِرَةِ وَاَتْرَفْنٰهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مَا هٰذَا اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ - وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلُكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ - اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرٰبًا وَّعِظَامًا اَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ - هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُوْنَ - اِنْ هِىَ اِلاَّ حَيَاتُنَا

الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ - اِنْ هُوَ اِلاَّ
رَجُلُ نِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا وَّمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِيْنَ -
قَالَ رَبِّ انْصُرْنِىْ بِمَا كَذَّبُوْنِ - قَالَ عَمَّا قَلِيْلٍ
لَّيُصْبِحُنَّ نٰدِمِيْنَ - (المؤمنون : ٣٣-٤٠)

“তার জাতির সরদাররা যারা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং পরকালে হাজির হওয়াকে মিথ্যা মনে করেছে, যাদেরকে আমরা দুনিয়ায় সচ্ছল করে রেখেছিলাম তারা বলতে লাগল, এই ব্যক্তি কিছুই নয়, বরং তোমাদের মত মানুষ। তোমরা যা খাও, সে তাই খায়, তোমরা যা পান কর, সেই তাই পান করে।

এখন তোমরা যদি নিজেদের মত একজন মানুষের আনুগত্য কবুল কর, তবে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হলে। এই লোক কি তোমাদের বলে যে, যখন তোমরা মরে মাটি হয়ে যাবে, হাড্ডিতে পরিণত হয়ে যাবে তখন তোমাদের সবাইকে (কবর থেকে) বের করা হবে?

অসম্ভব, অসম্ভব, এই ওয়াদা। যা তোমাদের সাথে করা হয়েছে। জীবন কিছুই নয়, শুধু এই দুনিয়াই জীবন একমাত্র জীবন। এখানেই আমাদেরকে মরতে ও বাঁচতে হবে। আর আমরা কখনই পুনরুত্থিত হবো না।

এ ব্যক্তি আল্লাহর নামে শুধু মিথ্যা কথাই রচনা করে। আর আমরা তার কথা কখনই মানব না। রাসূল বলল “হে খোদা এ লোকেরা যে আমাকে মিথ্যা বলেছে।” এ ব্যাপারে তুমিই আমাকে সাহায্য কর। জবাবে বলা হলো “সে সময় নিকটে যখন এরা নিজেদের কৃতকর্মের দরুন অনুতাপ করবে।”

দা'য়ীকে অস্বীকার করে ধ্বংস হয়ে গেল

সূরা মু'মিনুন ৪৫-৪৮ আয়াতে বলা হয়েছে :

ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَاَخَاهُ هٰرُوْنَ بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ
مُّبِيْنٍ - اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا
عَالِيْنَ - فَقَالُوْا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا

www.nagorikpathagar.org

عَبِدُوْنَ - فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ - (المؤمنون : ٤٥-٤٨)

"পরে আমরা মূসা ও তার ভাই হারুন-কে নিজের নিদর্শন সমূহ ও সুস্পষ্ট সনদ সহকারে ফেরাউন ও তার সভাসদবর্গের কাছে পাঠালাম। কিন্তু তারা অহংকার করল ও তারা খুব বড়মানুষিতে লিপ্ত হল।

তারা বলতে লাগল আমরা কি আমাদের নিজেদেরই মত দু'ব্যক্তির প্রতি ঈমান আনব? আর সে ব্যক্তি দু'জন তারাই যাদের জাতি আমাদের দাস।

অতএব তারা দু'জনকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করল এবং ধ্বংস হয়ে যাওয়া লোকদের সাথে মিলিত হলো।'

উল্লেখ্য যে হযরত মূসা (আ.) ও তার ভাই হারুন (আ.) দু'জনই ফেরাউন ও তার দরবারে দাওয়াত প্রদানের দায়িত্ব পেয়েছিলেন।

রাষ্ট্রের এক নম্বর ব্যক্তি সহ সরকারী অফিসারদের দাওয়াত দিয়েছিলেন। দাওয়াতী কাজ সম্পর্কে একটা ধারণা এ ঘটনায় পাওয়া যায়।

গোমরাহ্ নেতাকে অনুসরণ করলে ধ্বংস হয়ে যেতাম

সূরা আছ ছফফাত ৫৪-৫৭ আয়াতে বলা হয়েছে :

قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ - فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِىْ سَوَاءِ الْجَحِيْمِ - قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنَ - وَلَوْلاَ نِعْمَةُ رَبِّىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ - (الصافات : ٥٤-٥٧)

"এখন সেই লোক কোথায় আছে তা কি আপনারা দেখতে চান? এ কথা বলে যখনই সে মাথা নোয়াবে, তখনই সে তাকে জাহান্নামের গভীরতায় দেখতে পাবে। তাকে ডেকে সে বলবে আল্লাহর শপথ, তুমি তো আমাকে ধ্বংসই করে ফেলেছিলে! আল্লাহর অনুগ্রহ যদি না পেতাম তাহলে আমিও আজ সেই লোকদের মধ্যে গণ্য হতাম যারা গ্রেফতার হয়ে এসেছে।"

www.nagorikpathagar.org

উল্লেখ্য যে এ আয়াত থেকে নেতা নির্বাচন করার সময় দেখে শুনে নির্বাচন করার কথা জানা যায়। ইসলাম বিরোধী অথবা ধর্ম নিরপেক্ষ নেতার অনুসরণ করলে আখেরাতে অনুশোচনা করতে হবে।

যদি মানতাম তাহলে জাহান্নামী হতাম না

সূরা মূলক ১০-১১ আয়াতে বলা হয়েছে :

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ـ فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ـ (الملك : ١٠-١١)

"আর তারা বলবে যদি কথা শুনতাম বা বুঝতাম তাহলে আমরা জাহান্নামের অধিবাসী হতাম না। অনন্তর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে– ধিক্কার জাহান্নামীদের প্রতি!

উপসংহার

উপরের কথোপকথনগুলো পড়ার পর চিন্তা করলে বেশ কিছু সত্য কথা বেরিয়ে আসে।

১. অতীতেও ইসলামের পক্ষ ও বিপক্ষ দু'টি শক্তি ছিল– এখনো আছে, কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

২. অতীতে ইসলামের বিপক্ষ শক্তির যুক্তিতর্ক বর্তমান বিপক্ষ শক্তির যুক্তিতর্ক প্রায় একই ধরনের।

৩. আলোচনা থেকে ঈমানকে শানিত করে নবী রাসূলদের পথে মজবুত কদমে দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ তৌফিক দিন-আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

www.pathagar.com

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান ১৯৫৫ সালের ১লা জানুয়ারী রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলা সংলগ্ন আলাতুলী গ্রামে এক ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম মোঃ সিরাজুল ইসলাম একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী ছিলেন। তিনি রাজশাহী মহানগরীর হাতেম খান মহল্লার মরহুম আলহাজ্ব জহুর আহমদ সাহেবের জামাতা। তিনি ২ পুত্র ও ২ কন্যা সন্তানের জনক। তাঁর ৫ ভাই ও ২ বোন সহ পরিবারের সকল সদস্য ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িত।

জনাব মুজিবুর রহমান একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি ১৯৭০ সালে রাজশাহী বোর্ডে এস. এস. সি পরীক্ষায় মানবিক বিভাগে ১ম মেধা তালিকায় ৩য় স্থান অধিকার করেন। ১৯৭২ সালে এইচ এস সি পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে অনার্সসহ মাস্টার ডিগ্রী লাভ করেন। এছাড়াও আধুনিক আরবী ও ফার্সী সার্টিফিকেট কোর্সে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১ম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও তিনি ইসলামী আন্দোলনের স্বার্থে সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেননি।

ছাত্র জীবন শেষে তিনি গোদাগাড়ীর প্রেমতলী কলেজে ইংরেজী সাহিত্যে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। এক পর্যায়ে তিনি বগুড়ার শিবগঞ্জ কলেজ ও নন্দীগ্রাম ডিগ্রী কলেজে অধ্যাপনা করেন। অধ্যাপক মুজিবুর রহমান ইসলামী ছাত্র আন্দোলনে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র মিশনের রাজশাহী জেলা সভাপতি ছিলেন। পরে ইসলামী ছাত্রশিবিরের রাজশাহী পুর্বাঞ্চল সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি আঞ্জুমানে শুব্বানে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলেন। ১৯৭৯ সালে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশে যোগদান করে পর্যায়ক্রমে রুকন হয়ে রাজশাহী জেলা জামায়াতের আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৬ সালে রাজশাহী-১ আসন থেকে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। জামায়াতের ১০ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে তাঁকে সংসদীয় দলের প্রধান করা হয়। এরপর তিনি প্রথমে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য পরে সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ও নির্বাহী পরিষদের সদস্য হিসাবে মনোনীত হন। তিনি গত ২৮শে এপ্রিল ২০০২ তারিখ থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ শ্রমিকল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতির দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

১৯৯০ সালে সংসদীয় দলের প্রধান থাকাকালীন তিনি তৎকালীন সরকার বিরোধী আন্দোলনে যুগান্তকারী অবদান রাখেন। তাঁর নেতৃত্বে ১০ জন সংসদ সদস্য একযোগে সংসদ থেকে পদত্যাগ করায় স্বৈরাশাসকের পতন ত্বরান্বিত হয়। রাজনৈতিক কোপানলে পড়ে তাঁকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারগারে বন্দী জীবনও অতিবাহিত করতে হয়। ৮০'র দশক থেকে গণতান্ত্রিক প্রতিটি আন্দোলনে অধ্যাপক মুজিবুর রহমান ছিলেন প্রথম সারির নেতা।

১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁরই প্রস্তাবে সংসদে সর্বপ্রথম নামাযের বিরতির সিদ্ধান্ত এবং শোক প্রস্তাবের ১ মিনিট নিরবতা পালনের ক্ষেত্রে মোনাজাতের ব্যবস্থা চালু হয়। বর্তমানে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচিত সিনেট সদস্য হিসাবে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছেন।

ছাত্র জীবন থেকেই তিনি বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে ছিলেন অগ্রণী। এই লক্ষ্যে তিনি 'আঞ্জুমানে শুব্বানে আহলে হাদীস নামক সংগঠন কায়েম করে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় এতিমখানা দাতব্য চিকিৎসালয় সহ বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গোদাগাড়ী ও তানোরে বিদ্যমান। তিনি আল ইসলাহ ইসলামী ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। তিনি সমাজের মানুষের কল্যাণে রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ-কালবার্ট নির্মাণ ও মেরামত সহ বিশুদ্ধ খাবার পানির সরবরাহ নিশ্চিত করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বেশ কয়েকটি মসজিদ ও বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। দূর্গত মানুষের পাশে তাঁর অবস্থান প্রতিনিয়তই দেখা যায়।

শত ব্যস্ততার মাঝে লেখক হিসাবেও অধ্যাপক মুজিবুর রহমানের অবদান উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রণীত গ্রন্থের মধ্যে (১) জামায়াতের সংসদীয় ইতিহাস (২) আল্লাহর পথে খরচ (৩) কারাগার থেকে আদালতে (৪) সহজ কথায় ইসলামী আন্দোলন (৫) ওশর (৬) ইউরোপে একমাস (৭) ইসলামী আচরণ (৮) নির্বাচিত হাজার হাদীস (৯) আবর ভূ-খণ্ডে কিছুক্ষণ ও (১০) আখেরাতের প্রস্তুতি (১১) দৌড়াও আল্লাহর দিকে (১২) পবিত্র কা'বা ঘরে রমজানের শেষ দশক (১৩) আল কুরআন এক নজরে একশত চৌদ্দ সূরা এবং আল কুরআনের পাতায় শ্রম, শ্রমিক ও শিল্প (১৪) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) (১৫) কম হাসো বেশী কাঁদো (১৬) শেষ নিবাস (১৭) আল কুরআনে মহিলা (প্রকাশিতব্য) অন্যতম। সবশেষে ইসলামী আন্দোলনের নেতা হিসাবে দেশের প্রত্যান্ত অঞ্চলে তাঁর পদচারণা উল্লেখ করার মত। এর পাশাপাশি ইসলামী আন্দোলনের নেতা হিসাবে তিনি বহির্বিশ্বে বিশেষ করে যুক্তরাজ্য, ইতালী, জার্মানী, ফ্রান্স, আরব আমিরাত সৌদি আরব, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় সফর করেন।

www.pathagar.com

- শেষ নিবাস
- শ্রমিকের অধিকার
- আখেরাতের প্রস্তুতি
- ইউরোপে এক মাস
- আল্লাহর পথে খরচ
- কম হাসো বেশী কাঁদো
- দৌড়াও আল্লাহর দিকে
- নির্বাচিত হাজার হাদীস
- মালয়েশিয়ায় এক সপ্তাহ
- কারাগার থেকে আদালতে
- জামায়াতের সংসদীয় ইতিহাস
- ওশর, আল্লাহর দেয়া একটি ফরজ
- Islam & Rights of Labours
- আল-কুরআনের পাতায় শ্রম, শ্রমিক ও শিল্প
- আল-কুরআন একনজরে একশত চৌদ্দ সূরা
- বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড অবলম্বনে হাদীসের শিক্ষা
- মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসসাল্লাম

কল্যাণ প্রকাশনী